২১-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের জন্যে স্বর্গের নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে, তাই এই নরকের দিকে মন দিও না, নরককে ভুলে যাও"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমাদের উপরে দয়ার সাগর (রহমদিল) বাবা কি রূপে কোন্ দয়া করেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন - আমি বাবা রূপে মিষ্টি স্যাকারিন হয়ে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের এত ভালোবাসা দিই যে দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ এমন স্নেহ দিতে পারে না। আমি তোমাদের পবিত্র স্নেহ ভালোবাসার দুনিয়ার মালিক করি। শিক্ষক রূপে তোমাদের এমন শিক্ষা প্রদান করি যে তোমরা স্বর্গের রানী হয়ে যাও। এই পড়াশোনা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । এই জ্ঞান রত্ন তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেয় ।

গীত :- কে মাতা, কে পিতা, ছাড় রে বালক এই দুনিয়ার সব সূতা.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি-র অর্থ বোঝান হয়। ওম্ শব্দের অর্থ হল - আই এম আত্মা, আমি আত্মা, আমি আত্মা নিরাকার পরমাত্মার সন্তান। শরীরের পিতা হলেন তিনি যিনি জন্ম দিয়েছেন। তাকে বলা হয় শরীরের জন্ম দাতা পিতা এবং শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা। তিনি তো সদা-ই আছেন। অনেক অনেক কোটি কোটি আত্মারা নিজের নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে। সেখানে সর্বদা নির্বিকারী-ই থাকে, বিকারী তো পরম ধামে থাকতে পারেনা। প্রথমে এই কথাটি পাকা করতে হবে - আমি আত্মা, আমার পিতা পরমাত্মা। আত্মার সম্পর্কে সবাই হল ভাই-ভাই। এই শরীরের পিতাকে বলা হয় লৌকিক পিতা। আত্মার পিতাকে বলা হয় পারলৌকিক পিতা। একমাত্র তিনি সকলের পিতা। আহ্বান করে সবাই - " ও গড ফাদার, ও পতিত পাবন, দয়ালু ।" আত্মা এইরূপ নিজের পিতার আহবান করে। আত্মা এই শরীরে থেকে দুঃখী হয়েছে। অথচ সেই সত্যযুগে আত্মার এই শরীরে থেকেও সুখ, তাই তার নামই হল সুখধাম, স্বর্গ। এইটি হল নরক। গায়নও আছে দুঃখে সবাই স্মরণ করে .... স্মরণ করে পতিত পাবনকে। বুঝতে পারে - পতিত পাবন বাবা আছেন উপরে পরম ধামে। গঙ্গাকে পতিত পাবনী বলা যাবেনা। গঙ্গাকে তো এই চোখে দেখা যায়। নিরাকার পিতাকে অথবা আত্মাকে দেখা যায়না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন প্রাণ দাতা, তিনি হলেন দিব্য চক্ষু বিধাতা, ওঁনাকে বলা হয়- ও গড ফাদার, ক্রিয়েটর। আচ্ছা, তাহলে মাদার আসবে কোথা থেকে ? মাদার ব্যতীত ফাদার সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে ? মাদার তো অবশ্যই চাই তাইনা। গড ফাদার মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, তিনি হলেন সকলের পিতা। ফাদার যখন আছেন তখন মাদার নিশ্চয়ই থাকবে। বাবা এসে বোঝান আমি হলাম নিরাকার। আমি আসব, তারপরে বিবাহ সম্পন্ন হলে সন্তান আসবে। কিন্তু বিবাহ তো হবেনা। সন্তান জন্ম হবে - বিবাহ ছাড়া। বাচ্চাদের আমি অ্যাডপ্ট করি। ধরো যদি কারো স্ত্রী না থাকে, কিন্তু সে চায় যে সম্পত্তি কাউকে দান করে যাই , তখন ধর্মের সন্তান দত্তক নেওয়া হয় , সুতরাং মাতা-পিতা দুই-ই হল তাইনা। বেহদের বাবা বলেন আমিও ফাদার। আমি কিভাবে রচনা করব ? বুঝবার কথা তাইনা। বাবা নিজে এসে বোঝান আমারও শরীর প্রয়োজন তাইনা। তাই এনার দেহের আধার নিতে হয়। তোমরা বল আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই, কিন্তু এই সময় বাবা সম্মুখে এসেছেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কোলে স্থান দেন। তোমরা বুঝতে পারো আমরা বাবার সন্তান হয়েছি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গের

মালিক করতে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। নিজে বসে বলেন - আমি নিরাকার গড ফাদার। নিরাকারকে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা কিভাবে বলা হবে ? তাই বাচ্চাদের এডপ্ট করে তাদেরই বসে বোঝাচ্ছেন আমি হলাম শিব নিরাকার। তোমরা হলে নিরাকার আত্মা। তোমরা গর্ভ জেলে আসো, আমি গর্ভ জেলে আসিনা। তোমাদের জন্যে অর্ধকল্প গর্ভ মহল হয়, অর্ধকল্প হয় গর্ভজেল কারণ অর্ধকল্প মায়া রাবণ পাপ কর্ম করায়। সত্যযুগে মায়া নেই যে পতিত দুঃখী করবে। আমি ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের স্বর্গের বর্সা প্রদান করি। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। যখন বাড়ি পুরানো হয় তখন পুরানো ছেড়ে নতুন বাড়িতে আসে। এইটিও পুরানো দুনিয়া কিনা। ঐ হল নতুন দুনিয়া, গোল্ডেন এজ, পবিত্র দুনিয়া। তাই বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্যে স্বর্গ স্থাপন করছি, তাহলে তোমরা নরকের দিকে মন দাও কেন ? এখন নরককে ভুলে যাও। আমি পিতা আমাকে ও স্বর্গকে স্মরণ করো, পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। এই হল বেহদের সন্ন্যাস। পুরানো দেহ সহ যা কিছু দেখতে পাও, সেসব থেকে মমত্ব ত্যাগ করো। ভাবো, আমরা সবকিছু ঈশ্বরকে সমর্পণ করি। এই শরীর, ধন, সম্পদ, সন্তান ইত্যাদি সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। এই হল সেই মহাভারী মহাভারত লড়াই, যার দ্বারা মুক্তি - জীবনমুক্তির গেট খুলে যায়। হরির দ্বার বলা হয় কিনা। হরি বলা হয় কৃষ্ণকে, তাঁর দ্বার হল বৈকুন্ঠ। বৈকুন্ঠের গেট বাবা এসে খোলেন। সেখানে কোনও পতিত যেতে পারেনা তাই পতিত থেকে পবিত্র করেন, দুঃখ থেকে লিব্রেট করেন। আর কেউ লিব্রেট করতে পারেনা। দুঃখহর্তা সুখকর্তা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বলেন - আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। সদাকালের জন্যে সুখ দান করতে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় স্বর্গ এনেছি। তোমরা রাজ যোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। বুদ্ধিও বুঝতে পারে এই হল যথাযথ সঠিক বোধগম্য কথা। বুঝে নাও, এই পুরানো দুনিয়া পুনরায় নতুন হবে। সর্বশক্তিমান একমাত্র বাবা যিনি নিজের শক্তি দ্বারা স্বর্গের মালিক করেন। সবাই চায় একটি রাজ্য হোক, অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হোক। সে তো সত্যযুগ-ত্রেতায় অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, কোনোরকম বিঘ্ন ছিলনা। তাকে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়। দ্বিতীয় ধর্ম-ই নেই, যে দুঃখ হবে। এখন দেখ যদিও খ্রিস্টান একটি ধর্ম কিন্তু তাতেও নিজেদের মধ্যে কত লড়াই হয় কারণ এই হল মায়ার রাজ্য। সত্যযুগে মায়া থাকেনা। এখন বলে - ও গড ফাদার দয়া করুন। বাবা বলেন - দয়া তো সবার উপরেই করা হয়। সব বাচ্চাদের পাপ মুক্ত করি অর্থাৎ পতিত দুনিয়া থেকে লিব্রেট করি। আত্মারা, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাই নিরাকারী দুনিয়ায়। বাকি শরীর তো ভস্ম হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) গায়ন আছে। সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অকাল পড়বে অবশ্যই।

এখন বাবা বলেন এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে মনকে সরিয়ে আনো। বেহদের বাবা হলেন স্যাকারিন। উনি বলেন - আমি যে তোমাদের এত স্নেহ করি অন্য কেউ করতে পারেনা। এখন তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করি। রাজত্বের জন্যে তোমরা পড়াশোনা করছ। মুখ্য উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে আছে। নতুন কেউ কিছুই বুঝবেনা, যতক্ষণ না কেউ তাকে বসিয়ে বোঝাচ্ছে। এক সপ্তাহ বসে কেউ বুঝে নিক যে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে হবে, তাই বাবাকে জাদুকর বলা হয়। জ্ঞান রত্ন দিয়ে মানুষকে দেবতায় পরিণত করি। ওঁনাকে রত্নাকর, সওদাগর, পথিকও বলা হয়। এসে তোমাদের মহারাজা-মহারানী করেন। তিনি পথিক (মুসাফির), তিনি খুবই সুন্দর ! তোমরা সবাই ছিলে অ-কাজের, এখন তোমাদের পড়িয়ে স্বর্গের রানী করি। তোমরা জানো আমরা সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী হওয়ার জন্য পড়াশোনা করি। পরমাত্মা পড়ান। তোমরা এখানে কি পড়ো ? তোমরা বলবে মানুষ

থেকে দেবতায় পরিণত হতে পড়াশোনা করি কারণ এই অসুরী গুণের মানুষদের সৃষ্টি বিনাশ হবে। বলেও তারা - আমি নির্গুণহারী , আমার কোনো গুণ নাহি। অতএব দয়ালু পিতা বসে সেসব তোমাদের পড়াচ্ছেন। সকল ধর্মের মানুষ একমাত্র নিরাকার বাবাকেই পরমাত্মা বলে বিশ্বাস করবে। মানুষ যদিও গড ফাদার বলে কিন্তু জানেনা, তিনি কে, কোথা থেকে আসেন ? এখন তোমরা জানো তিনি পুরানো পতিত দুনিয়ায় আসেন কারণ পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করেন। নতুন দুনিয়ায় সুখ-ই সুখ থাকে। বাবা বলেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে কল্প-কল্প আমায় আসতেই হবে। এই কথা তো বুদ্ধি বুঝতে পারে যে রাতের পরে হয় দিন। সেই চক্রে কলিযুগ আসে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ অবশ্যই হবে তাইনা। বাচ্চারা তোমাদের-ই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মা জানে আমি কিভাবে ৮৪টি জন্ম গ্রহণ করি। কোনো মানুষ , মানুষকে সদগতি দিতে পারেনা। আমি-ই এসে বোঝাই। আমি তোমাদের পবিত্র করি, যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বকে জয় কর। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাবার কাছে তোমরা বেহদের বর্সা প্রাপ্ত কর। আকাশ, পৃথিবী, সাগর ইত্যাদি সবই তোমাদের হয়ে যাবে। এখানেতো আকাশেও সীমারেখা, জলেও সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। বলে আমাদের এরিয়ায় জলের তলায় তোমরা আসবেনা। তোমরা তো সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে রাজত্ব করো তাইনা। তার সামনে স্বর্গ কি ! স্বর্গকে ভুলতে পারবেনা। মানুষ যখন মরে তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ আছে কোথায় ? নিশ্চয়ই নরক তাইনা । এইটি হল হেল বা নরক। সব মানুষ দুঃখী, সবাই হল পতিত। এই রাজ্য হল রাবণের, যাকে দহন করা হয় কিন্তু সে আগুনে পোড়ে না। রাবণের এক শত ফুট লম্বা প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয় এবং তার সাইজ আরও বাড়ানো হয়। দিন প্রতিদিন লম্বা সাইজ বানাতে থাকে কিন্তু কিছু বোঝেনা। এইসবই হল বুঝবার কথা।

এখানে দেখো মুরলি চলাকালীন টেপ রেকর্ডে রেকর্ড করা হয় কারণ গোপীকারা মুরলি ছাড়া থাকতে পারেনা। তাই এই ব্যবস্থা। মুরলি ছাড়া কষ্ট পায় কেননা এই মুরলি হল জীবনকে হীরে তুল্য করে দেয়। এখানে বাবা পড়ান, সেই মুরলি আবার লন্ডন, আমেরিকা পর্যন্ত যায়। বাচ্চারা শুনে খুশি হয়। গায়ন আছে গোপীকারা মুরলি ছাড়া থাকতে পারত না। কেবল গড ফাদার এই নলেজ দেন। মুখ্য একটি কথা বোঝাতে হবে ইনি হলেন আমাদের বেহদের বাবা, এনার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়। আত্মা বলে আমার পিতা হলেন পরমাত্মা, তিনি আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আর কেউ এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমাত্মা, আমি আত্মাদের পড়াই। এমনও বলবেনা যে আমি হলাম পরম আত্মা নলেজফুল। বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালো করে বোঝান হয়, কিন্তু সবার বুদ্ধি তো একরস হয়না। কারও বুদ্ধি সতোপ্রধান, কারও সতো, রজো, তমো.... এই ক্ষেত্রে টিচার কি করবে ? টিচার বলবে পড়াশোনায় পুরোপুরি অ্যাটেনশন দেয়নি। গড ফাদার হলেন নলেজফুল। যেমন টিচার হলেন নলেজফুল, স্টুডেন্টদের পড়ান, নিজের মতন গড়ে তোলেন, ঠিক তেমনই সৃষ্টি চক্রের নলেজ গড ফাদারের কাছেই আছে, আর অন্য কেউ জানেনা। বাবা-ই নলেজ দিয়ে নলেজফুল করেন। বাবা হলেন নলেজফুল, সবচেয়ে উঁচুতে। যাঁর নাম হল উচ্চ, স্থান হল উচ্চ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। মানুষ আছে এখন থার্ড গ্রেডে। মানুষদের মধ্যেও গ্রেড আছে। সত্যযুগে মানুষের গ্রেড খুব উচ্চ থাকে। তোমরা গোল্ডেন এজে যাও। আয়রন এজ শেষ হয়ে যাবে। গোল্ডেন এজ হলে সিলভার এজ থাকেনা, কপার এজ হলে আয়রন এজ থাকেনা। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। তাই ছবি তৈরি হয়েছে। সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকে। কলিযুগে তো ঢের মানুষ আছে। প্রশ্ন করে - বাবা, বিনাশ কবে হবে ? বিনাশ তখন হবে যখন নাটক পুরো হবে, সবাই চলে যাবে। বাবা হলেন মুক্তি

জীবনমুক্তির গাইড। তিনি থাকেন পরমধামে। তোমরাও সেখানকার বাসিন্দা, নেমে এসেছ পার্ট প্লে করতে। বাবা বলেন - বাচ্চারা , তোমাদের মায়াকে হারাতে হবে। এতে হিংসার কোনো কথা নেই। সত্যযুগে হিংসা নেই। সেখানে আছেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী দেবতারা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা, বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধি দ্বারা বেহদের সন্ন্যাস করতে হবে। পুরানো দেহ সহ যা কিছু চোখে দেখা যায় সেসব থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় পাঠ ভালো ভাবে ধারণ করে বুদ্ধিকে সতোপ্রধান করতে হবে। মুরলী হল পড়া। মুরলীর প্রতি খুব খুব মনোযোগী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা আনন্দ ও মনোরঞ্জন অনুভবকারী সৌভাগ্যবান ভব

ব্যাখা: সৌভাগ্যবান বাচ্চারা সদা খুশীর দোলনায় দুলে দুলে ব্রাহ্মণ জীবনে আনন্দ বা মনোরঞ্জন অনুভব করে। এই খুশীর দোলনা সদা একরস তখনই থাকবে যখন স্মরণ ও সেবা - এই দুইটি দড়ি টাইট থাকবে। একটিও দড়ি ঢিলে থাকলে দোলনা নড়বে এবং যে দুলছে সে নীচে পড়ে যাবে তাই দুখানি দড়ি শক্ত হলে তবেই মনোরঞ্জন অনুভব করতে থাকবে। সর্বশক্তিমানের সঙ্গ এবং খুশীর দোলনা যদি সাথে থাকে তাহলে এর মতন সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

স্লোগান - সকলের প্রতি দয়া ভাব এবং কৃপা দৃষ্টি যে রাখে সে-ই হল মহান আত্মা।